REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৬ষ্ঠ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৬শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩২৬, ইংরাজী 12th November 1919. | ১৯শ সংখ্যা।

সর্ব্বগুণে বিশ্ববিজয়ী—

কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

—এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা---বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিদের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

গবর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটী, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী, ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'ভেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পূঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, জ্বরভাব, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি,—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, গুরুং এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৬এ কার্ত্তিক বুধবার, ১৩২৬ সাল।

অকাল নির্ব্বাচন।

—০—

জঙ্গিপুর লোক্যালবোর্ডের মির্জাপুর থানা হইতে নির্ব্বাচিত মেম্বর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায় দত্ত মহাশয় মেম্বরী পদ ইস্তফা করায় গত বৃহস্পতিবার পুনরায় মির্জাপুর থানায় অকালে ভোট যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। জরুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভুষণ রায় মহাশয় উক্ত যুদ্ধে জয়ী হইয়া জঙ্গিপুর লোক্যাল বোর্ডের মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

রঘুনাথগঞ্জে চুরি।

—০—

গত ১লা নভেম্বর রাত্রিকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার অতি নিকটে 'জঙ্গিপুর সংবাদের' সম্পাদকের বাসার সংলগ্ন নিবারণ বাবুর কাপড়ের দোকানের তালা খুলিয়া বহু টাকার কাপড় চুরি করিয়াছে। উক্ত রাত্রিতেই আদালতের আমলা অসীমকৃষ্ণ বাবুর ঘরের তালা খুলিয়া অনেকগুলি বাক্স বাহির করিয়া ভাগরথীর চড়ায় ভাঙ্গিয়াছে। অসীমকৃষ্ণ বাবুর বাক্স ভাঙ্গিয়াছে অনেক কিন্তু চোরবৃন্দ পরিশ্রমের উপযুক্ত সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ঐ রাত্রিতে আরও দুটী স্ত্রীলোকের বাটীতে সিঁদ দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এক রাত্রিতে চারি স্থানে অপহরণ চেষ্টা দেরিয়া চোরগণের সংখ্যাধিক্য অনুমান করা যায়। পুলিশ তদন্তের ত্রুটী করিতেছেন না।

হাওড়ার নিকটে ভীষণ ট্রেণ সংঘর্ষ।

—০—

গত শনিবার রাত্রি ৭-২০ মিনিটে (ষ্টাণ্ডার্ড টাইম) সময়ে ২০নং ডাউন কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেণের সহিত ৬নং ডাউন ট্রেণের এঞ্জিনের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষস্থল—বামুনগাছি, হাওড়া ষ্টেশন হইতে ১॥ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই সংঘর্ষে তিন জন পুরুষ যাত্রীর মৃত্যু এবং ৫ জন স্ত্রীলোক যাত্রী ও অনেকে জখম হন।

প্রকাশ, ২০নং ডাউন কাটোয়া ট্রেণ পূরা দমে হাওড়ার দিকে ছুটিতেছিল এবং ৬নং ডাউন ট্রেণের এঞ্জিনখানি ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়া বামুনগাছির লোকো সেডে আসিতেছিল। এমন সময় সংঘর্ষ হয়। দুইটী এঞ্জিনই লাইন চ্যুত হয় এবং খুবই জখম হইয়া পড়ে। এঞ্জিনের পরে যে তৃতীয় শ্রেণীর একখানি গাড়ী ছিল উহাতে ১৬ জন যাত্রী থাকিবার স্থান ছিল; ঐ গাড়ীখানা একেবারে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। সংঘর্ষের অব্যবহিত পরেই হাওড়ায় খবর দেওয়া হয় এবং তখন রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা কুলি লইয়া অকুস্থলে উপস্থিত হন। তিন জন দেশীয় যাত্রীর মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়; ইহাদের দেহ এত বিকৃত হইয়াছিল যে চেনা যায় না; আরও বহু যাত্রী জখম হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৫ জন দেশীয় স্ত্রীলোক যাত্রী ছিল। ইহাদিগকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল জখম ব্যক্তির মধ্যে কেহ কেহ সংজ্ঞাশূন্য ছিল ও অনেকের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ছিল।

দুইটী এঞ্জিনের ড্রাইভার ও খালাসীই জখম হইয়াছে। একজন ইউরোপীয় ড্রাইভারের মুমর্ষ অবস্থা।

রেল লাইন রবিবার মধ্যাহ্নে পরিষ্কার হইয়াছিল।

তিন বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানেরই নিকটে বেঙ্গল নাগপুর লাইনের দুইখানি ট্রেণে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে আরও অনেক লোক হতাহত হইয়াছিল।

হেসে লও দুদিন বৈত নয়।

—০—

এলবার্ট পোর্টার গণিত প্রলয়ের দিন ত ক্রমশঃ ঘুনিয়ে এলো। তিনি যে প্রকার বুক ঠুকিয়া বলিতেছেন তাহাতে ১৭ই ডিসেম্বর বা তৎপরবর্ত্তী অল্প দিনের মধ্যেই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার কথা। যাঁহাদের অন্ন বস্ত্রের অভাব নাই, দ্বারে লক্ষ্মী বাঁধা, ভোগ বিলাসের মধ্যে ডুবিয়া আছেন তাঁহারা এই আশঙ্কায় ভীত হইবেন। আর যাহাদের দিনান্তে এক মুঠা শাক অন্ন মেলে না, বুভুক্ষু শিশুর ক্রন্দন ধ্বনিতে দিবানিশি হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ভগবানের নিকট সকল প্রার্থনায় বিফল মনোরথ হইয়া সর্ব্বসন্তাপহারী মৃত্যুকে সর্ব্বদা সাদরে আহ্বান করিতেছে, তাহারা এই মরণ সংবাদে "সে মরণ স্বরগ সমান" বলিয়া বিশেষ আনন্দিত হইবে। এলবার্ট পোর্টার এই গণনার প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। প্রতিবাদকারী বলে বঙ্গে মড়করূপ প্রলয় হইতে পারে যদি এই গণনা অর্দ্ধেকও ফলে তবে এই প্রলয়ের যাত্রীরূপে কে কে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। হয়ত অনেক ধন কুবেরকেও তাঁহাদের যক্ষলীলা সম্বরণ করিতে হইবে। আপনার ভাবী উত্তরাধিকারীগণের ভোগ বিলাসের উপযুক্ত অর্থ রাখিয়া এইবেলা তাঁহাদের দুর্নামটা কতকাংশে দূর করিয়া কিছু কিছু দান খয়রাৎ করিতে প্রবৃত্তি হয় না কি? ঝটিকা প্রলয় পীড়িত পূর্ব্ববঙ্গবাসীর সাহায্যের জন্য কিছু অর্থ দান করিয়া তাহাদের সহানুভূতি করিলে আমাদের ভাবী প্রলয়ের অনুভূতি না হইলেও হইতে পারে।

আমাদের সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন।

—০—

৺শারদীয়া পূজার পর আমরা বিধাতার নিদারুণ কোপে পতিত হইয়াছি। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' অফিসের যাবতীয় লোক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সম্পাদক পীড়িত. সম্পাদক গৃহিণীর নিউমোনিয়া, কম্পোজিটর সপরিবারে পীড়িত, প্রেসম্যান, কালিম্যান সবাই একসঙ্গে জ্বরে পড়িয়াছে। একে ত মফঃস্বলে কাগজ চালান দায় তার উপর এই বিপদে আমাদের চেষ্টা করিবার সাধ্যও লোপ পাইতে বসিয়াছে! গ্রাহকগণ টাকা দিয়া সময়ে কাগজ পাইতেছেন না। তাঁহাদের নিকট সানুনয় নিবেদন আমাদের এই দুর্দ্দিনে আমরা কিছুদিনের জন্য সাত দিনের স্থলে ১৫ দিন অন্তর কাগজ বাহির করিব। নীলামী ইস্তাহারের সংখ্যা ঠিক সময়েই পাইবেন। পরে এই বিপদ কাটিলেই যে কয় সংখ্যা বাদ পড়িবে 'জঙ্গিপুর সংবাদের' অতিরিক্ত সংখ্যা বাহির করিয়া তাহা পূরণ করিব। পণ্ডিতেরা বলেন "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" তাই আমরা এই সর্ব্বনাশের সময়ে সপ্তাহের স্থলে পক্ষ অবলম্বন করিলাম।

ধোপার বাড়ী চুরি—চোরের ফাটক।

—০—

জঙ্গিপুরের ষষ্ঠী ধোপার বাড়ী হইতে অনেকগুলি কাপড় চুরি হইয়াছিল রঘুনাথগঞ্জ থানার বড় দারোগা বাবু কালিদাস চক্রবর্ত্তী এই সংবাদ পাইবামাত্র তদন্ত আরম্ভ করেন। পরিশেষে গত বিজয়া দশমীর দিনে ধনপতনগরের চাঁই মণ্ডলদের বাড়ী হইতে উক্ত চোরাই মাল বাহির করেন। জঙ্গিপুরের সুযোগ্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে মোহর মণ্ডল নামক জনৈক চাঁই মণ্ডলের ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। দারোগা বাবু যেমন তৎপরতার সহিত পুরাতন কাপড় চুরি ধরিলেন তেমনি বাজারের নূতন কাপড় চুরিরও একটা কিনারা করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ইনফ্লুয়েঞ্জা।

—০—

এই সাংঘাতিক ব্যাধি গত বৎসর হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া কি অনিষ্টই সাধন করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে আমাদের জঙ্গিপুরের সরকারী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মহোদয় যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে কতিপয় ডাক্তার ও কতিপয় স্থানীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মহোদয় উক্ত সভায় উক্ত রোগের প্রতিকার জন্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

১। এই রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র রোগী অধিকাংশ সময়েই শয়ন করিয়া থাকিবে কারণ এই রোগের সহিত যুঝিতে মানুষের সর্ব্বশক্তির হ্রাস হইয়া যায়। আরও দেখা গিয়াছে যে এই রোগ হৃদ্‌পিণ্ডের অবসাদ আনয়ন করে তজ্জন্য হৃদ্‌পিণ্ডকে সর্ব্বদা কতকটা বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক।

২। রোগীর শরীর গরম বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে কারণ এই রোগ ফুস-ফুস ও স্বরনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucus membrance) আক্রমণ করে। তজ্জন্য হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিতে দেওয়া উচিত নয়।

৩। রোগীর ঘরে যাহাতে বেশ বায়ু চলাচল করিতে পারে তজ্জন্য দুইটী রুজু জানালা খুলিয়া রাখা উচিত। কিন্তু দেখিতে হইবে যেন রোগীর গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে।

৪। রোগী যখন মল মূত্র ত্যাগ করিবে তাহা তদ্দণ্ডে পরিষ্কার করিয়া ফিনাইল বা ছাই দ্বারা দুর্গন্ধ নষ্ট করিতে হইবে। থুথু বা কাস একখানি সরায় ফিনাইল বা ছাই দিয়া তাহাতেই ফেলা কর্ত্তব্য।

৫। যে ঘরে সূর্য্য রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে রোগীর জন্য সেই ঘরই নির্দ্দেশ করা উচিত। কেননা সূর্য্যরশ্মি এই রোগের বীটাণু নষ্ট করে। রোগীর ঘর সেঁতসেঁতে হইলে রোগীকে তক্তপোষে শয়ন করাইবে।

৬। রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার দরকার। রোগের প্রথম অবস্থাতেই ক্যাষ্টর অইল কিম্বা সল্ট ১ আউন্স পরিমাণে খাওয়ান উচিত।

৭। পথ্য—দুধ-বার্লি, দুধ-সাগু, দুধ-শঠী পেটের অসুখ ইত্যাদি দোষ থাকিলে ভাতের ফেন চিনি কিম্বা লবণ দিয়া খাওয়াইবে। একেবারে বেশী আহার না দিয়া বারে বারে দিবে।

৮। এই রোগের প্রথম অবস্থায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বটী প্রত্যহ ৩।৪টী করিয়া খাওয়া মন্দ নহে। নিম্নলিখিত ঔষধগুলির সম্মিলনে বটি প্রস্তুত করিবারও ব্যবস্থা আছে।

কুইনাইন সাল্‌ফ	২ গ্রেন।
এমন কার্ব্ব	১॥ গ্রেন।

এক্সট্রাক্ট জেনসিয়ান কোং পরিমাণ মত।

রোগীকে প্রত্যহ ১ গ্রেন করিয়া মকরধ্বজ মধু আদার রস ও তুলসীপাতার রস অনুপানসহ সেবন করিতে দিবে।

৯। রোগীর ঘরে ১ জনের অধিক শুশ্রূষাকারীকে থাকিতে দিবে না কারণ নিশ্বাসের দ্বারা এই রোগ অন্য দেহে চালিত হয়। মাতার অসুখ হইলে সন্তানকে তার নিকটে থাকিতে বা স্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত নয়।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহামারী সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়" অতঃপর ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

প্রাপ্ত।

মাননীয় জঙ্গিপুর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

৩রা বৈশাখের "জঙ্গিপুর সংবাদ"এ "অনাহারীর আহার" নামক যে রঙ্গদার সংবাদ বাহির হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তেঘরির শ্রীবসন্তকুমার রায়ের ৩৭৯ ধারা অনুসারে যে জরিমানা হইয়াছিল তাহা আপীলে টিকে নাই অর্থাৎ বসন্ত বাবু চুরির অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। তিনি চুরির অভিযোগে দণ্ড পাইয়াছেন বলিয়া প্রেসিডেণ্ট পঞ্চাইতের পদ হারাইয়াছিলেন সম্প্রতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় আদেশ দিয়াছেন বসন্ত বাবুকে পুনরায় প্রেসিডেণ্ট পঞ্চাইত করা যাইতে পারে।

যেখানে পয়সা দিয়া জমী না কিনিয়া লোক্যাল বোর্ড বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড রাস্তার পরিচালক (মালিক নহেন) হইয়াছেন, সেখানে কোন আইন বলে লোক্যাল বোর্ড রাস্তার পার্শ্বের জমীর উপরিস্থিত গাছ নিজের বলিয়া দাবী করেন তাহা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। রাস্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় জমীদার যখন প্রজাকে বসত বাটীর জন্য বা ক্ষেত্রের জন্য ভূমি বিলি করেন তখন রাস্তার জন্য খানিকটা জায়গা ছাড়িয়া দেন। নহিলে লোকজন যাতায়াত করিবে কিরূপে? অপরের জমীর উপর দিয়া ২০ বৎসর অব্যাহত ভাবে লোকের যাতায়াত ঘটিলে তাহাও সরকারী রাস্তা বলিয়া পরিগণিত হয়। কারণ ২০ বৎসর মধ্যে যে কোনও আপত্তি করে নাই সে জনসাধারণকে সে রাস্তা উৎসর্গ করিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। জঙ্গপুর ডুবরা রোডের যে অংশ ফাজিলপুরের নিকট গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহার পুনর্নির্ম্মাণ সময়ে অপরের জমি লোক্যাল বোর্ড আত্মসাৎ করিয়াছিল। "এ সময়ে সাধারণের ব্যবহারার্থ তোমার জমি উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করা হইবে" এইরূপ নোটিশ দিয়া জমীর মালিকের নিকট হইতে জমী ক্রয় করা লোক্যাল বোর্ডের উচিত ছিল। দেশের লোক অজ্ঞ "সরকারী রাস্তা" নাম শুনিলেই ভয় পায়। কিন্তু লোক্যাল বোর্ড নামধারী সরকারী সমবায়ের কর্ত্তৃপক্ষ ত অজ্ঞ নহেন। তাঁহারা বিনামূল্যে রাস্তাটী গ্রহণ করিয়া কোন ন্যায়পরতার কার্য্য করিলেন?

সব ডেপুটী বাবুর বিচার কার্য্য দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে ইহা একটী বিচার প্রহসন হইয়াছে। বিচারে তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন সরজমীন তদন্ত করিয়াছেন কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষ কোথাও প্রমাণ দেন নাই যে, গাছগুলি লোক্যাল বোর্ডের। বিচারপতি মহাশয় আসামীর সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্বাস করেন নাই যে, লোক্যাল বোর্ডের পথিপার্শ্বস্থ গাছগুলি যে স্থানে অবস্থিত সে জমী আসামীর। কিন্তু আসামীর না হইলেই কি লোক্যাল বোর্ডের হইবে? অপূর্ব্ব যুক্তি বটে। রাস্তার পার্শ্বের কতটুকু জমী লোক্যাল বোর্ড দাবি করিতে পারে সে সম্বন্ধে আইনে এইরূপ বিধান আছে, (১) পয়ঃপ্রণালী (২) পার্শ্বের আইলের শীর্ষদেশ (৩) রাস্তার উভয় পার্শ্বের ঢালু জমী (রাস্তা পার্শ্বের জমী হইতে উচ্চ হইলে) (৪) রাস্তার পার্শ্বের যে স্থান হইতে মাটি কাটিয়া রাস্তা মেরামত করা হয়। বসন্ত বাবু যে স্থান হইতে গাছ কাটিয়াছিলেন তাহা এই ৪ প্রকারের কোন জমীরই অন্তর্গত নহে। যে ব্যবহারাজীব বাবুটি বসন্ত বাবুর পরামর্শদাতা ছিলেন তিনি বোধ হয় আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনের এ পথটি অবগত ছিলেন না। আসামী যখন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর ছিলেন তখন তিনি ২ খানি পত্রে লেখেন যে, লোক্যাল বোর্ডের রাস্তার ধারে যে সকল গাছ আছে তাহা বিক্রয় করিলে কিছু টাকা হইতে পারে। এই দুই পত্র উপস্থিত করিয়া ফরিয়াদী পক্ষ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, যে গাছগুলি বসন্ত বাবু কাটিয়াছেন তাহা লোক্যাল বোর্ডের। কিন্তু পত্র দ্বারা এমন প্রমাণ হয় না যে, রাস্তার ধারের সমস্ত গাছগুলিই বিশেষতঃ কাটা গাছগুলি লোক্যাল বোর্ডের।

এই ফাজিলপুরের নিকটেই লোক্যালবোর্ড ২।৩টী গাছ কাটিয়াছিল। গ্রামের জমীদার মহাশয় আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন এ গাছ আমার। গাছগুলি কাটা অবস্থায় পড়িয়া আছে। দেখা যা'ক ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা কিরূপ হয়।

আপনি স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বড় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি স্বয়ং এক মিউনিসপালিটীর ভোট সংগ্রহ প্রথা বিশেষরূপে অবগত আছেন। আমি ৩টী বড় বড় মিউনিসিপালিটীর ভোট সংগ্রহের ব্যাপার জানি। যেমন সংসারে অর্থ সঞ্চয় করিতে সরল পথে চলা যায় না, তেমনই ভোট সংগ্রহেরও সৎ পথ নাই। যাঁহারা সাধু থাকিতে চাহেন তাঁহারা পূর্ব্বে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিতেন। এখন তাঁহারা তাহার উপর এই 'ভোট' নামক পদার্থটীর লোভ ছাড়িবেন। আমি অনেক গ্রন্থকারকে জানি যাঁহারা এই ভোটের সাহায্যে বড় বড় লোকের ও বড় বড় মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া বিজ্ঞাপন দেন। তাহার পরে কিরূপ অবাধে স্বর্ণমণ্ডিত বিলাতী বাঁধাই বহির কাটতি হয় তাহা আমার অজ্ঞাত নাই। আর বেশী কিছু বলিলে আমি হয় ত দেশদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইব। আপনি যেখানে খুঁজিবেন সেইখানেই দেখিবেন সাধু লোক প্রায় নাই, সকলেই সাধুতার মুখোষ পরিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীভবঘুরে।

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকার প্রভৃতি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৴

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্ ॥ ১ ;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

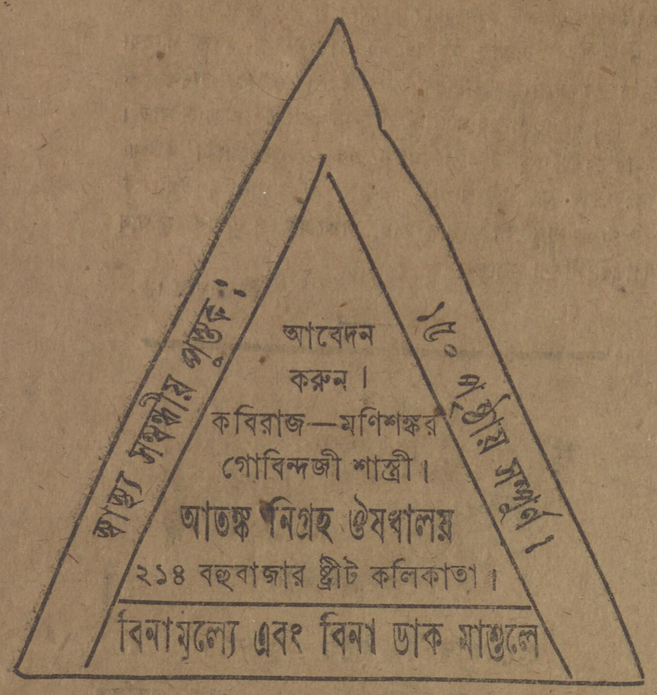

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক।
১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে;

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

অতি সস্তার

কুহকে মজিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ নষ্ট করিবার পূর্ব্বে আমাদের বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ব্যবহার করুন। শ্বাস কাসের মহৌষধ চ্যবনপ্রাশ ⁄১ সের ৬৲ সাধারণ মকরধ্বজ ১ ভরি ৮৲ হিঙ্গুলোত্থ পারদযোগে প্রস্তুত মকরধ্বজ ১ ভরি ১৬৲ ধাতুদৌর্ব্বল্য অগ্নিমান্দ্য ও সুতিকায় "জীবনীয় রসায়ন" ইহা অল্পমেধ ছাত্র, প্রসুতি ও দুর্ব্বলের একমাত্র সহায়। মূল্য ২০ মাত্রা ১ শিশি ১৲ হাঁপানীর "বাসারিষ্ট ও কনকাসব" ১ মাত্রা সেবনেই হাঁপ কষ্ট কমিবে। মূল্য ১ শিশি ৸৹ ও ॥৹ আনা। প্রদরের অশোকারিষ্ট, ক্ষয় ও কাসের দ্রাক্ষারিষ্ট, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ ও সকলপ্রকার রক্ত দুষ্টির অনন্তারিষ্ট ১ বোতল ১॥৹ প্রমেহের চন্দনারিষ্ট ও চন্দনাদি চূর্ণ ১ দিনেই জ্বালা যন্ত্রণা ও পূয নির্গমন কমিবে, একত্রে ১৪ দিন সেবনোপযোগী ২৲ অগ্নিমান্দ্যে ভাস্কর লবণ ⁄০ ছটাক ॥৵০ অগ্নিমান্দ্যে গঙ্গাধরী পাচক ১ কৌটা ১৫ বটী ।০ ইহা অগ্নিবর্দ্ধক অরুচি নাশক। কোষ্ঠ বদ্ধে গঙ্গাধরী রেচক বা দ্রাক্ষাদি ১ কৌটা ৯ বটী ।⁄০ ইহাতে আমবাত, কোমরের ব্যথা, পুরাতন জ্বর, গুল্ম ও শূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেবনে সকালে কোষ্ঠ শুদ্ধ হয়। দন্ত মজ্জন ১ কৌটা ৴০। দাদের মলম ১ কৌটা ।০ আনা। অন্যান্য ঔষধ ও জারিত ধাতু দ্রব্য সুবিধা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পাইকার ও ছাত্রদিগকে সুবিধায় দেওয়া হয়।

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন মহাশয়ের ভাগিনেয়
ও ছাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত কবিরঞ্জন, গয়া।

আমাদের নিকট চাঁদী, সোনা গিনি উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে।
জঙ্গিপুর সাহেব বাজার (মুর্শিদাবাদ)

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্ক অব্ রোজ।

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটী জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ